অব্যবচ্ছিন্ন যোগাগ্নি দগ্ধ কর্ম্ম মলাশয়ঃ। স্বরূপমবরুন্ধানোনাত্মনোঽন্যত্তদৈক্ষত ॥ ৭ ॥
জড়ান্ধবধিরোন্মত্ত মূকাকৃতিরতন্মতিঃ। লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চ্চিরিবানলঃ ॥ ৮ ॥
মত্বা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমন্ত্রিণঃ। বৎসরং ভূপতিং চক্রু র্যবীয়াংসং ভ্রমেঃ সুতং ॥ ৯ ॥
সুবীথী র্বৎসরস্যেষ্টা ভার্য্যাসূতষড়াত্মজান্। পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুঞ্চ ইষমূর্জ্জং বসুঞ্জয়ং।
পুষ্পার্ণস্য প্রভা ভার্য্যা দোষাচ দ্বে বভূবতুঃ। প্রাতর্মধ্যং দিনং সায়মিতি হ্যাসন্ প্রভাসুতাঃ॥১০
প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতিদোষা সুতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১১ ॥
ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে। স চক্ষুঃ সুতমাকূত্যাং পত্ন্যাং মনুমবাপহ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী।

নির্ব্বাণং শান্তং অববোধ রসেনৈকাত্ম্যং যস্য কথম্ভূতঃ অব্যবচ্ছিন্নো যো যোগঃ সএবাগ্নি স্তেন দগ্ধঃ কর্ম্মমল আশয়ো যস্য ॥ ৭ ॥
জড়াদীনামিবাকৃতির্যস্য তথা ভূতো লক্ষিতঃ। অতন্মতিঃ নতেষামিব মতি র্যস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। প্রশান্তানি অর্চীংষি জ্বালা যস্যানলস্য তদ্বৎস্থিতঃ ॥ ৮ ॥ যবীয়াংসং উৎকলাৎ কনিষ্ঠং ॥ ৯ ॥
ইষ্টা প্রিয়া ভার্য্যা ॥ ১০ ॥ নিশিথঃ নিশীথঃ ॥ ১১ ॥
স সর্ব্বতেজা শ্চক্ষুঃ সংজ্ঞঃ মনুং সুতমবাপ ॥ ১২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অভেদাংশমাত্রানুসন্ধানাৎ ॥ ৭। ৮। ৯। ১০। ১১ ॥
স চক্ষুরিত্যর্দ্ধকং। স চক্ষুঃ সংজ্ঞঃ সর্ব্বতেজাঃ সুতং চাক্ষুষং মনুত্বেনাবাপেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে হ্যষ্টমে। ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্র-

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

আত্মনঃ শুদ্ধ জীবাদন্যৎ নৈক্ষত ॥ ৭ ॥
পথি বালৈ র্জড়াদ্যাকৃতি র্লক্ষিতঃ। অতন্মতিঃ ন জড়াদীনামিব মতি র্যস্য সঃ ॥ ৮। ৯। ১০। ১১ ॥
স সর্ব্বতেজাএব চক্ষুঃ চাক্ষুষং সুতং মনুমবাপেতি ব্যাখ্যেয়ং। ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষোনাম বৈ মনুরিত্যষ্টমাৎ ॥১২।১৩।১৪॥

সুবিস্তীর্ণ আনন্দময় আত্মাকে পরমব্রহ্ম জানিয়া আত্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দর্শন করিতেন না ॥ ৭ ॥

তাহাতে বালকেরা জড় অথবা অন্ধ কিম্বা বধির অথবা উন্মত্ত কিম্বা মূক এরূপ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার আকার দর্শন করিত, বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধি কোন অংশেই ঐ সকল ব্যক্তির তুল্য ছিল না, কেবল অগ্নির শিখা প্রশান্ত হইলে লোকে সেই অগ্নিকে যেমন অকর্ম্মণ্য করিয়া মানে তাহার ন্যায়, তিনি অকর্ম্মণ্য ভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন ॥ ৮ ॥

তাঁহাকে ঐ প্রকার দেখিয়া কুলবৃদ্ধ এবং মন্ত্রিসকল বিবেচনা করিলেন, ইনি জড় অথবা উন্মাদ গ্রস্ত হইলেন সন্দেহ নাই,রাজা ব্যতীত রাজ্য রক্ষা হইবে না,অতএব পরামর্শ করিয়া ভ্রমির পুত্র বৎসর যদিও উৎকলের কনিষ্ঠ তথাচ তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া পৃথিবী শাসনের ভার সমর্পণ করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর বৎসর সুবীথী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই প্রিয়া ভার্য্যা ছয়টী সন্তান প্রসব করিল। তাহাদের নাম যথা পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, উর্জ, বসু এবং জয়। এই ছয়ের মধ্যে পুষ্পার্ণের দুই ভার্য্যা প্রভা এবং দোষা। প্রভার তিন পুত্র, প্রাতঃ, মধ্যন্দিন এবং সায়ং ॥ ১০ ॥

দোষারও গর্ব্ভে তিন পুত্র জন্মে তাহাদের নাম প্রদোষ, নিশীথ এবং ব্যুষ্ট ॥ ১১ ॥

এই ব্যুষ্টের ভার্য্যা পুষ্করিণী, তাহাতে ব্যুষ্ট সর্ব্বতেজাঃ নামে এক সন্তান উৎপাদন করেন, ঐ সর্ব্ব-

মনোরসূত মহিষী বিরজানড্বলা সুতান্। পুরুং কুৎস্নমৃতং দ্যুম্নং সত্যবন্তং ধৃতং ব্রতং।
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবিমুল্মুকং। উল্মুকোঽজনয়ৎ পুত্রান্ পুষ্করিণ্যাং ষড়ুত্তমান্।
অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ং। সুনীথাঙ্গস্য যা পত্নী সুষুবে বেণমুল্বণং।
যদ্দৌঃশীল্যাৎ স রাজর্ষি র্নির্ব্বিণ্ণো নিরগাৎ পুরাৎ ॥ ১৩ ॥
যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাগ্বজ্রা মুনয়ঃ কিল। গতাসো স্তস্য ভূয়স্তে মমন্থুর্দক্ষিণং করং ॥ ১৪ ॥
অরাজকে তদা লোকে দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ। জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥১৫
শ্রীবিদুর উবাচ ॥
তস্য শীলনিধেঃ সাধো ব্রহ্মণ্যস্য মহাত্মনঃ। রাজ্ঞঃ কথমভূদ্দুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামী।

মনোর্মহিষী নড্বলা বিরজান্ শুদ্ধান্ পুরু প্রমুখান্ দ্বাদশ সুতানসূত ॥ ১৩ ॥
অঙ্গ হে বিদুর বাগেব বজ্রং যেষাং ॥ ১৪ ॥
মথনে হেতুঃ অরাজক ইতি আদ্যঃ পুরগ্রামাদীনাং তেন রচিতত্বাৎ ॥ ১৫ ॥
যৎ যস্যাঃ প্রজায়া হেতো বিমনাঃ সন্ যযৌ ॥ ১৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

শ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুরিতি। তস্মাৎ টীকায়ামপি চক্ষুঃ সংজ্ঞ ইতি প্রথমান্ত পাঠএব সম্মতঃ ॥ ১২ ॥
মনোরিতি। বৈরাজমিতি চিৎসুখঃ। বৈরাজাদীন্ সুতান্ ॥
বেণমুদ্দিশ্যেতি চিৎসুখস্যাসম্মতং ॥ ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

মথনে হেতুঃ অরাজকে ইতি। জাতো মথ্যমানাৎ করাৎ। আদ্যঃ ক্ষিতীশ্বর ইতি পুরগ্রামাদি বিধায়কত্বাংশেন ॥ ১৫ ॥
যদ্যতো বিমনাঃ সন্ ॥ ১৬ ॥

তেজার নাম পরে চক্ষুঃ হইয়াছিল, সেই চক্ষুই আকূতি নাম্নী স্বীয় পত্নীর গর্ব্ভে মনুর জন্ম দেন ॥ ১২ ॥

মনুর মহিষী নড্বলা, তিনি পুরু প্রভৃতি পরম পবিত্র দ্বাদশটী সন্তান প্রসব করেন, তাহাদের নাম যথা পুরু, কুৎস্ন, ঋত, দ্যুমান্, সত্যবান্, ধৃতব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উল্মুক। এই উল্মুকের অত্যুৎকৃষ্ট ছয়টী সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম অঙ্গ, সুমনাঃ, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ এবং গয়। বৎস বিদুর! অঙ্গের পত্নীর নাম সুনীথা, তিনি অঙ্গের ঔরসে উগ্র স্বভাব সেই বেণকে প্রসব করেন, যাহার দুঃশীলতা হেতু রাজর্ষি অঙ্গ নির্ব্বিণ্ণ হইয়া পুর হইতে নির্গত হয়েন ॥১৩

বৎস বিদুর! বাগ্বজ্র মুনি সকল কুপিত হইয়া ঐ বেণকেই অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহাতে সে গতাসু হয়। পরে মহর্ষিরা ঐ মৃত বেণের দক্ষিণ কর মন্থন করেন ॥ ১৪ ॥

বৎস! ঋষিগণ বেণকে বিনষ্ট করিয়া আবার যে তাহার পুত্রার্থ তাহার দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলেন তাহার কারণ এই, পৃথিবী অরাজক হওয়াতে প্রজা সকল দস্যুগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল। যাহা হউক, মুনিগণ বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করিলে তাহাতে ভগবান্ নারায়ণের অংশে আদিরাজ পৃথুর জন্ম হইল ॥ ১৫ ॥

বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন মুনে! মহাত্মা অঙ্গ রাজা অতিশয় শীল সম্পন্ন, সাধু এবং ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন, তাঁহার ঐ প্রকার কুসন্তান কিরূপে উৎপন্ন হইল যে তাহার দুঃশীলতা হেতু তৎপিতা অঙ্গ বিমনস্ক হইয়া পুর হইতে বহির্গত হয়েন ॥ ১৬ ॥

কিং বাংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযূযুজন্। দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্ম্মকোবিদাঃ ॥ ১৭ ॥
নাবধ্যেয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি। যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্যোজঃ স্বতেজসা ॥ ১৮
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাত্মজচেষ্টিতং। শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
অঙ্গোঽশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুং। নাজগ্মুর্দেবতা স্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ত উচুর্বিস্মিতা স্তাত যজমানমথর্ত্বিজঃ। হবীংষি হূয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥ ২০ ॥
রাজন্ হবীংষ্যদুষ্টানি শ্রদ্ধয়া সাদিতানি তে। ছন্দাংস্যযাত যামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ।

শ্রীধরস্বামী।

কিঞ্চ অংহঃ অপরাধং বেণ উদ্দিশ্য আলক্ষ্য ॥ ১৭ ॥
যতোঽয়মধর্ম্ম ইত্যত্রাহ নাবধ্যেয়ঃ অবজ্ঞেয়োপি নভবতি ॥ ১৮ ॥
পরাবরবিদাং মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠঃ ॥ ১৯ ॥
অভাবী পুত্রঃ কাম্যকর্ম্মণা বলাদাপাদিতো ন সুখায় ভবেদিতি দ্যোতয়ন্নঙ্গস্যপুত্রোৎপত্তিক্রমমাহ অঙ্গ ইত্যাদিনা ॥ ২০ ॥
অযাতযামানি অগতবীর্য্যাণি ॥ ২১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

প্রাচীনবলবত্ত্বাপরাধ বিশেষেন প্রতিহত পুত্রভাগ্যত্বেপি তস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রযজনমাহাত্ম্যাৎ পুত্রোজাতঃ তথা তেন দূষিত তদ্ভাগ্যত্বেপি তস্মাদেবাসৌ বৈরাগ্য হেতুর্জাতঃ পৌত্রশ্চ তদবতার এবেত্যাহ। অঙ্গ ইত্যাদিনা ॥ ২০ ॥
অত্রোপকরণানিতু সমীচীনান্যেবেত্যাহুঃ রাজন্নিতি। পৌরুষবান্ ইতি তস্য নিরর্গলত্বমুক্তং। তথাপি নগৃহ্ণন্তীতি পূর্ব্বে

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

কিঞ্চ অংহোঽপরাধং। রাজ্ঞীতি রাজ্ঞএব দণ্ডেঽধিকারো নতু রাজ্ঞোপি দণ্ডে মুনীনামধিকার ইত্যর্থঃ ॥১৭।১৮।১৯।২০।২১॥

আর বেণ রাজা হইয়া স্বয়ং দণ্ডব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কি অপরাধ দেখিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ড নিপাত করিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রজাপালক রাজা পাপবান্ হইলেও প্রজা সকল কর্ত্তৃক অবজ্ঞাস্পদ হইতে পারেন না যে হেতু রাজা স্বীয় তেজঃ দ্বারা সকল লোকপালের প্রভাব ধারণ করেন ॥ ১৮ ॥

অতএব হে ব্রহ্মন্! সুনীথা তনয় বেণের চরিত্র বিস্তার করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপনার ভক্ত, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি পরাবর বেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার কিছুই অবিদিত নাই, সবিশেষ বর্ণন করুন ॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন হে তাত! বৃত্তান্ত বলি শুন। রাজর্ষি অঙ্গ অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বেদ বক্তা ঋত্বিগ্‌গণ মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিলেও দেবতাদের আগমন হয় নাই, অতএব পুরোহিতেরা বিস্মিত হইয়া যজমানকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার এই যজ্ঞে যে সকল হবিঃ হোম করা হইয়াছে, দেবতারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন না ॥ ২০ ॥

রাজন্! এ যজ্ঞের হবিঃ সকলে দোষ মাত্র নাই, আপনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্যই আহরণ করিয়াছেন, অপর এই সকল ঋত্বিক্ ধৃতব্রত হইয়া যে যে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, তাহাও নির্বীর্য্য নহে, এ স্থলে দেবতাদের কিঞ্চিন্মাত্র হেলন ত আমরা দেখিতে পাই না, তবে তাঁহারা এ স্থানে অধিষ্ঠিত

নবিদামেহ দেবানাং হেলনং বয়মন্বপি। যন্ন গৃহ্ণন্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কর্ম্মসাক্ষিণঃ ॥ ২১ ॥
শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥
অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা যজমানঃ সুদুর্ম্মনাঃ। তৎপ্রষ্টুং ব্যসৃজদ্বাচং সদস্যাংস্তদনুজ্ঞয়া ॥ ২২ ॥
নাগচ্ছন্ত্যাহুতা দেবা ন গৃহ্ণন্তি গ্রহানিহ। সদসস্পতয়ো ব্রূত কিমবদ্যং ময়া কৃতং ॥ ২৩ ॥
শ্রীসদসস্পতয় ঊচুঃ ॥
নরদেবেহ ভবতো নাঘং তাবন্মনাক্ স্থিতং। অস্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজঃ ॥ ২৪ ॥
তথা সাধয় ভদ্রন্তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ। ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

যজ্ঞে গৃহীতমৌনোপি বাচং ব্যসৃজৎ প্রাযুঙ্‌ক্ত ॥ ২২ ॥
আহুতাঃ আহূতাঃ গ্রহান্ সোমপাত্রাণি ইহ যজ্ঞে ন গৃহ্ণন্তি ॥ ২৩ ॥
ইহ জন্মনি তাবন্মনাগীষদপ্যঘং ন স্থিতং। কথঞ্চিজ্জাতস্যাঘস্য সদ্যএব প্রায়শ্চিত্তৈঃ ক্ষালনাৎ কিন্তু প্রাক্তনমেকমঘমস্তি। যদ্যস্মাৎ ঈদৃক্ গুণাধিকোপি ত্বং প্রজারহিতঃ ॥ ২৪ ॥
অতো যথা দেবা হবির্গৃহ্ণন্তি তথাত্মানং সুপ্রজং সাধয়। কথং সাধনীয়ং তত্রাহ ইষ্ট ইতি ॥ ২৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

নৈবান্বয়ঃ ॥ ২১। ২২। ২৩ ॥
নরদেব ভবতোনাবদ্যং কিঞ্চিদাস্থিতং। অস্ত্যেকং প্রাক্তনাবদ্যমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ চিৎসুখ সম্মতশ্চ প্রাক্তনাবদ্যং জন্মান্তরীয়াপরাধ ইতি ব্যাখ্যানাৎ ॥ ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

যজ্ঞে গৃহীতমৌনোপি বাচং ব্যসৃজৎ প্রাযুঙ্‌ক্তঃ ॥ ২২ ॥
গ্রহান্ সোমপাত্রাণি ॥ ২৩। ২৪। ২৫ ॥

হইয়া স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিতেছেন না কেন? দেবতারাই কর্ম্ম সাক্ষী, তাঁহাদের অধিষ্ঠান না হওয়াতে সকলই যে বৃথা হইতেছে ॥ ২১ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বৎস বিদুর! ব্রাহ্মণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যজমান অঙ্গ রাজা অতিশয় দুর্ম্মনাঃ হইলেন এবং যদিও যজ্ঞার্থ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তথাচ সদস্যদিগের অনুমতি লইয়া বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন ॥ ২২ ॥

হে সদস্যগণ! দেবতাদের আহ্বান হইতেছে তথাচ তাঁহারা এ যজ্ঞে সোমপাত্র সকল যে গ্রহণ করিতেছেন না ইহার কারণ কি? আমি কি দোষ করিয়াছি ॥ ২৩ ॥

সদস্যেরা কহিলেন হে নরদেব! ইহ জন্মে আপনকার কিঞ্চিন্মাত্র পাপ নাই, কথঞ্চিৎ যে কিছু উন্মিয়াছিল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সদ্যঃ তাহার ক্ষালন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জন্মান্তরীয় একটী পাপ আছে তাহার কারণেই আপনি ঈদৃশ গুণাধিক হইয়াও অনপত্য হইয়া রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

অতএব হে রাজন্! আপনি আপনাকে সৎপুত্রবান্ করুন, আপনার মঙ্গল হউক, পুত্রবান্ হইলেই দেবতারা আপনার যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিবেন। মহারাজ! পুত্রকাম হইয়া যজ্ঞভুগ্বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে তিনি আপনাকে অবশ্য পুত্র প্রদান করিবেন ॥ ২৫ ॥

তথা স্বভাগধেয়ানি গ্রহিষ্যন্তি দিবৌকসঃ। যদ্যজ্ঞ পুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরির্বৃতঃ ॥ ২৬ ॥
তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাৎ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ। আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥ ২৭
ইতি ব্যবসিতা বিপ্রা স্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে। পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ২৮
তস্মাৎ পুরুষ উত্তস্থৌ হেমমাল্যমলাম্বরঃ। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সং ॥ ২৯ ॥
স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহিত্বাঞ্জলিনৌদনং। অবঘ্রায় মুদাযুক্তঃ প্রাদাৎ পত্ন্যা উদারধীঃ ॥ ৩০ ॥
সা তৎ পুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে। গর্ব্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবে প্রজাঃ ॥ ৩১

শ্রীধরস্বামী।

তথা সতি স্বভাগান্ গ্রহীষ্যন্তি। যৎ যতো হরিঃ সাক্ষাৎ বৃতঃ স্যাৎ অতস্তেন সহ সর্ব্বে দেবা আগমিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
নন্বতিতুচ্ছান্ কামান্ হরিঃ কথং দদ্যাৎ তত্রাহ তাংস্তানিতি ॥ ২৭ ॥
প্রজাতয়ে পুত্রোৎপত্তয়ে শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়। তথাচ শ্রুতিঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপি র্যজ্ঞ এব পশুষু প্রতি তিষ্ঠতীতি ॥ ২৮ ॥
তস্মাদিতি যোগ্যতয়া অগ্নেঃ ॥ ২৯ ॥
পত্ন্যৈ প্রাদাৎ ॥ ৩০ ॥
পুমাংসং সূতেঽনেনেতি তথা তৎ প্রাশ্য পত্যুঃ সকাশাৎ গর্ব্ভমাদধে অপ্রজাঃ সতী ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

ভাগধেয়ানি ভাগরূপাণি ধেয়ানি পত্রেষু ধার্য্যাণি হবীংষি ॥ ২৬। ২৭ ॥
পুরোডাশং যজ্ঞিয়দ্রব্যং নিরবপন্নহুঃ। শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়। তথাচ শ্রুতিঃ। যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ। পশবঃ শিপি র্যজ্ঞএব পশুষু প্রতি তিষ্ঠতীতি ॥ ২৮। ২৯। ৩০। ৩১ ॥

আর আপনি অপত্য নিমিত্ত যজ্ঞপুরুষ হরিকে সাক্ষাৎ বরণ করিলে, তাঁহার সহিত অন্যান্য দেবতারাও আসিয়া স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

হে রাজন্! পুত্রাদি কাম অতি তুচ্ছ,ভগবান্ হরি কি তাহা প্রদান করিবেন এমত আশঙ্কা করিবেন না,মনুষ্যে হাহা যাহা কামনা করে, ভগবান্ হরি সেই সেই কামই প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে পুরুষ যে প্রকার আরাধনা করে, ভগবান্ তাহার সেই প্রকার ফলেরই উদয় করিয়া দেন ॥ ২৭ ॥

ব্রাহ্মণ গণ এই প্রকার স্তুতি করিয়া অঙ্গ রাজার পুত্রোৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া শিপিবিষ্ট অর্থাৎ পশু সকলে যজ্ঞ রূপে প্রবিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণুকে হবিঃ প্রদান করিলেন ॥ ২৮ ॥

সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুকে হবিঃ প্রদানার্থ যে যজ্ঞ করিলেন, সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে একটী পুরুষ উত্থিত হইল, তাহার গলদেশে স্বর্ণমালা,পরিধান নির্ম্মল বসন,হস্তে সিদ্ধ পায়স ছিল ॥ ২৯

তদবলোকনে বিপ্রগণ রাজাকে ঐ পায়স গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন, তাহাতে উদার বুদ্ধি ঐ রাজা অঞ্জলি দ্বারা সেই অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে আপনি আঘ্রাণ করিলেন, পরে হর্ষান্বিত হইয়া আপনার পত্নীর হস্তে দিলেন ॥ ৩০ ॥

বিদুর! ঐ পায়স সন্তানোৎপাদক, রাজ্ঞী অনপত্যা ছিলেন, তাহা ভক্ষণ করিবা মাত্র ভর্ত্তৃ সকাশাৎ গর্ব্ভ গ্রহণ করিলেন এবং যথাযোগ্য কাল উপস্থিত হইলে একটী কুমার প্রসব করিলেন ॥ ৩১ ॥

স বালএব পুরুষো মাতামহমনুব্রতঃ। অধর্ম্মাংশোদ্ভবং মৃত্যুং তেনাভবদধার্ম্মিকঃ ॥ ৩২ ॥
সশরাসনমুদ্যম্য মৃগয়ুর্বনগোচরঃ। হন্ত্যসাধু মৃগান্ দীনান্ বেণোঽসাবিত্যরৌজ্জনঃ ॥ ৩৩ ॥
আক্রীড়ে ক্রীড়তোবালান্ বয়স্যানতিদারুণঃ। প্রসহ্য নিরনুক্রোশঃ পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৩৪ ॥
তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্ব্বিবিধৈর্নৃপঃ। যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎ সুদুর্ম্মনাঃ ॥৩৫
প্রায়েণাভ্যর্চ্চিতোদেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ। কদপত্যাভৃতং দুঃখং যেন বিন্দন্তি দুর্ভরং ॥ ৩৬

শ্রীধরস্বামী।

মাতামহং মৃত্যুং মৃত্যোর্হি পুত্রী সুনীথা ॥ ৩২ ॥
মৃগয়ুর্লুব্ধকঃ সন্ তং দৃষ্ট্বা বেণোঽসাবাগচ্ছতীতি জনঃ সর্ব্বোপ্যরৌৎ চুক্রোশ ॥ ৩৩ ॥
আক্রীড়ে ক্রীড়াস্থানে বালান্ পশূনিব অমারয়ৎ ॥ ৩৪ ॥
বিচক্ষ্য দৃষ্ট্বা ॥ ৩৫ ॥
দুর্ম্মনস স্তস্য কুপুত্রনিন্দাবাক্যান্যাহ প্রায়েণেতি ত্রিভিঃ। অপ্রজা যে তৈ রভ্যর্চ্চিতঃ। তত্র হেতুঃ কুৎসিতৈরপত্যৈঃ সংভৃতং ধারয়িতুমশক্যং দুঃখং যেন বিন্দন্তি ॥ ৩৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

প্রায়েণেতি দুঃখোক্তিমাত্রং ॥ ৩৬। ৩৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তেনেতি মাতৃদোষাদধার্ম্মিকোপি বিষ্ণুযজ্ঞোদ্ভূতত্বাৎ পিতুর্বৈরাগ্যকারণীভূতত্বেন পিতুরুপকারকঃ। পৃথুজনকত্বেন তদ্যশো বর্দ্ধনশ্চ বভূবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩২ ॥
তং দূরাদেব দৃষ্ট্বা বেণোঽসাবস্মৎ প্রাণঘাতী সমেতীত্যরৌৎ চুক্রোশ ॥ ৩৩ ॥
পশুমারং পশূনিবামারয়ৎ ॥ ৩৪। ৩৫ ॥
যে অপ্রজা অনপত্যাস্তৈঃ অভ্যর্চ্চিতঃ। তত্র হেতুঃ কদপত্যেন ভৃতং পূর্ণীকৃতং দুর্ভরং ধারয়িতুমশক্যং দুঃখং যেন বিন্দন্তি ॥৩৬।৩৭

হে কৌরব্য! অঙ্গরাজার পত্নী সুনীথা, তিনি মৃত্যুর কন্যা, তাঁহার গর্ভজাত কুমার বাল্য কালাবধি মাতামহের অনুগামী হইল। মাতামহ মৃত্যু, স্বয়ং অধর্ম্মাংশ প্রভব, তাহার অনুবর্ত্তী হওয়াতে অঙ্গরাজ তনয় ক্রমে অধার্ম্মিক হইয়া উঠিল ॥ ৩২ ॥

সে মৃগয়ায় আসক্ত চিত্ত হইয়া ব্যাধের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে যাইত এবং অসতের ন্যায় নির্দ্দয় হইয়া দীন মৃগগণকে বধ করিত, তাহার নিষ্ঠুরতায় প্রজাজনে এবম্বিধ ভীত যে কদাচিৎ নয়ন গোচর হইলে "ঐ বেণ আসিতেছে" এই বলিয়া সকলে চীৎকার করিত ॥ ৩৩ ॥

বিদুর! বেণের নির্দ্দয়তার কথা কত বলিব, বাল্যকালে বয়স্যগণ সঙ্গে খেলা করিতে, নির্দ্দয় স্বভাব হেতু ক্রীড়া স্থলেই খেলিতে খেলিতে যেমন লোকে পশু মারে তাহার ন্যায়, হঠাৎ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত ॥ ৩৪ ॥

অঙ্গরাজ পুত্রের ঐ প্রকার খল স্বভাব অবলোকন করিয়া বিবিধ প্রকারে শাসন করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন সে কোন রূপেই শাসিত হইল না, তখন অতিশয় দুর্ম্মনাঃ হইলেন ॥ ৩৫ ॥

এবং আপনি কহিতে লাগিলেন, যে সকল গৃহস্থ অপুত্রক তাহারা প্রায় দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, কুৎসিত অপত্য দ্বারা যে দুঃখ জন্মে, যাহা সহ্য করিতে পারা যায় না তাহা হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি ॥ ৩৬ ॥

যতঃ পাপীয়সী কীর্ত্তিরধর্ম্মশ্চ মহান্ নৃণাং। যতো বিরোধঃ সর্ব্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥ ৩৭ ॥
কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ। পণ্ডিতো বহু মন্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥ ৩৮ ॥
কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ। নির্ব্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥ ৩৯ ॥
এবং স নির্ব্বিণ্ণমনা নৃপোগৃহান্নিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ।
অলব্ধনিদ্রোঽনুপলক্ষিতো নৃভি র্হিত্বা গতো বেণসুবং প্রসুপ্তাং ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

সর্ব্বেষাং সর্ব্বৈঃ সহ। আধি র্মানসী ব্যথা ॥ ৩৭ ॥

প্রজাপদেশং পুত্রনাম মাত্রমপি আত্মনোমোহেন বন্ধনং। যদর্থা যন্নিমিত্তাঃ ক্লেশদা গৃহা ভবন্তি ॥ ৩৮ ॥

ইদানীং নির্ব্বেদ হেতুত্বেন কুৎসিতমেবাপত্যমভিনন্দতি কদপত্যমিতি শুচাং পদাৎ শোকানাং স্থানাৎ। বরত্বে হেতুঃ নির্ব্বিদ্যেতেতি। তৎ কুতঃ যদ্যতঃ কদপত্যাৎ গৃহাঃ ক্লেশনিবহা ভবন্তি ॥ ৩৯ ॥

মহতামুদয়ানাং বিভূতীনাং উদয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ গৃহাৎ গতঃ। যা বেণং সুতেস্ম তাং ॥ ৪০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

যত ইতি যুগ্মকং গৃহাণাং দোষমাহ যদিতি ॥ ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রজাপদেশং নাম্নৈব প্রজাং বস্তুতস্ত্বাত্মনো দুঃখসমুদ্রমিত্যর্থঃ। তস্মাল্লোক লজ্জা মনস্তাপাদি বহুলেভ্যো গৃহেভ্যো নিঃসৃত্য কচিদলক্ষিতে প্রদেশে শাকমূলফলাদি বৃত্তিরষ্টাবেব যামান্ ভগবন্তং ভজন্নবশিষ্টমায়ুরব্যর্থীকুর্ব্বন্ কৃতার্থী ভবিষ্যামীতি নিশ্চিকায় ॥ ৩৮ ॥

নিশ্চিত্য চ স্বনির্বেদামৃতপ্রাপ্তিকারণং পুত্রমেব স্মৃত্বা ভগবতৈব পরম কৃপয়া বিষয়ভোগান্ধং মাং স্বচরণান্তিকং বলান্নি নীষুণা পুত্রোঽয়ং মহ্যং দত্ত ইত্যাহ কদপত্যমিতি ॥ ৩৯ ॥

মহোদয়স্য মহাসম্পত্তেরুদয়ো যত্র তস্মাৎ। বেণং সুতে বেণসুস্তাং সুনীথাং প্রসুপ্তামিতি যদৈব সা প্রকর্ষেণ স্বপিতিস্ম তদৈব স্বস্য বেশান্তরং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ফলতঃ যাহা হইতে মনুষ্যদিগের পাপীয়সী কীর্ত্তি এবং মহান্ অধর্ম্ম হয়, যাহার দ্বারা সকলের সহিত বিরোধ জন্মে এবং যাহা হইতে অশেষ প্রকার মানসী ব্যথা উৎপন্ন হয় ॥ ৩৭ ॥

এমত যে পুত্র সে নাম মাত্রে পুত্র হইলেও বস্তুতঃ মোহ করণক আত্মার বন্ধন কারক। এ প্রকার পুত্রকে কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ বহু করিয়া মানিবেন? এতাদৃশ পুত্র উৎপন্ন হইলে গৃহাশ্রম ক্লেশদ ভিন্ন সুখপ্রদ হয় না ॥ ৩৮ ॥

অথবা সৎসন্তান জন্মিলে সে পিতার শোক স্থান হয়, তাহা অপেক্ষা কুৎসিত সন্তান ভাল, যে হেতু ঐ রূপ পুত্র হইতে মানবগণের গৃহ ক্লেশদ হয়, তাহাতেই বৈরাগ্য জন্মিয়া দেয় ॥ ৩৯ ॥

বিদুর! এই প্রকারে অঙ্গরাজার নির্ব্বেদ জন্মিল। একদা রজনী যোগে সুনীথার সহিত নিদ্রা যাইতে ছিলেন হঠাৎ নিশীথ সময়ে জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং নিদ্রিতা বেণ জননীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহা সমৃদ্ধিশালি আলয় হইতে বহির্গত হইলেন, কোন্ সময় কোন দিকে গেলেন কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না ॥ ৪০ ॥

বিজ্ঞায় নির্ব্বিদ্য গতং পতিং প্রজাঃ পুরোহিতামাত্য সুহৃদ্গণাদয়ঃ।
বিচিক্যুরুর্ব্যামতিশোক কাতরা যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ ॥ ৪১ ॥
অলক্ষয়ন্তঃ পদবীং প্রজাপতে র্হতোদ্যমাঃ প্রত্যুপসৃত্য তে পুরীং।
ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাশ্রবো ন্যবেদয়ন্ কৌরবভর্ত্তৃবিপ্লবং ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ঽঙ্গপ্রব্রজ্যা ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

ভৃগ্বাদয়স্তে মুনয়ো লোকানাং ক্ষেমদর্শিনঃ। গোপ্তর্য্যসতি বৈ নৃণাং পশ্যন্তঃ পশুসাম্যতাং ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রজাঃ পুরোহিতাদয়ঃ বিচিক্যুঃ অন্বেষিতবন্তঃ তন্তু তত্রৈব সন্তমপি নাপশ্যন্নিতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি ॥ ৪১ ॥
সাশ্রবঃ রুদন্তঃ ভর্তু র্বিপ্লবং নাশমদর্শনমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে ত্রয়োদশঃ ॥ * ॥

চতুর্দ্দশেতু দুষ্পুত্র ভয়াদঙ্গে গতে দ্বিজৈঃ। অভিষিক্তস্য বেণস্য রোষাত্তৈ র্বধ উচ্যতে ॥ ০ ॥
ক্ষেমদর্শিনঃ ক্ষেমচিন্তকাঃ। পশুসমান রূপতাং পশ্যন্তঃ ॥ ১ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামি কৃত ক্রমসন্দর্ভে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥
ভৃগ্বাদয় ইতি যুগ্মকং ॥ ১। ২। ৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

পুরুষং পরমাত্মানং নিগূঢ়মিতি দৃষ্টান্তেন তস্মিন্ দিনে তত্রৈব স্বপুর্য্যাং রাজা নিগূঢ় এবাসীদিতি লভ্যতে ॥ ৪১ ॥
হে পৌরব বিদুর ভর্ত্তু র্বিপ্লবং নাশমদর্শনমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। ত্রয়োদশশ্চতুর্থস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥
চতুর্দ্দশেঽভিষিক্তস্য বেণস্যাধর্ম্মবর্ত্তিনঃ। প্রবোধিত হতস্যোরুমথনং মুনিভিঃ পুনঃ ॥ ০ ॥
সাম্যতামিতি স্বার্থে ষ্যঞ্চ পশুন্ মেষাদীন্ যথা শৃগাল বৃকাদয়ো নাশয়ন্তি তথৈব নূন্ দস্যব ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রজাবর্গ, অমাত্য, পুরোহিত এবং বান্ধব প্রভৃতি সকলেই রাজার বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গমন অবগত হইয়া শোকে সাতিশয় কাতর হইল এবং কুৎসিৎ যোগিরা যেমন আপনার দেহস্থিত নিগূঢ় পুরুষকে অন্যত্র অন্বেষণ করে তাহার ন্যায়, সর্ব্বস্থানে রাজার তত্ত্ব করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা গূঢ়ভাবে নিজপুরেই অবস্থিত ছিলেন অন্যত্র কি রূপে দেখিতে পাইবে ॥ ৪১ ॥

অতএব প্রজারা প্রজানাথের পদবী অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া হতোদ্যম হওত রাজধানী প্রত্যাগমন করিল এবং অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া তাহাদের নিকট আপনাদের পতির অদর্শন নিবেদন করিল ॥ ৪২ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থে ত্রয়োদশ ॥ * ॥

চতুর্দ্দশাধ্যায়ে দুষ্পুত্র ভয়ে ভীত হইয়া অঙ্গ রাজা প্রব্রজ্যায় গমন করিলে দ্বিজগণ কর্ত্তৃক বেণের রাজ্যাভিষেক, তদনন্তর রোষ বশতঃ তাহার বধ ॥ ০ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন হে কৌরব্য! রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলে ভৃগু প্রভৃতি যে